দ্য ফাইটস অব স্প্রিং

নদীর ওপারে, কলেজ ক্যাম্পাসের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি আর জর্জ। খানিক আগে ওকে নিয়ে ডিনার করেছি। তারপর হাঁটতে হাঁটতে কলেজ জীবনের স্মৃতিচারণ করছিলাম।

'আহ্, কলেজের দিনগুলো! আহা সেই দিনগুলো!' গুঙিয়ে উঠল জর্জ। 'কলেজ পার হয়ে আসার পরে জীবনে আর কি থাকে?'

অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। 'তুমি কলেজেও পড়েছ নাকি!'

গর্বিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল জর্জ। 'আমি ফি ফো ফামের সেরা প্রেসিডেন্ট ছিলাম তা জানেন?'

'কিন্তু বেতন দিতে কিভাবে?'

'বৃত্তি!' বলল সে। 'ডরমিটরিতে খাবার নিয়ে মারামারিত জিতে যাবার পরে আমাকে নানা রকম বৃত্তি দেয়া হয়। তাছাড়া আমার এক বড়লোক আঙ্কেলও ছিলেন।'

'তোমার আবার বড়লোক আঙ্কেল আছেন জানতাম না তো, জর্জ।'

'খুঁড়িয়ে চলা শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে ছয় বছর লেগেছিল আমার। ততদিনে আমার আঙ্কেল মারা গেছেন। তার কাছে থাকা অবশিষ্ট টাকা তিনি হতভাগ্য বেড়ালদের থাকার বাড়ি করার জন্যে দিয়ে যান। শেষ উইলে তিনি আমার সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। সেগুলোর আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমার জীবনটা ছিল বিষাদপূর্ণ আর করুণ।'

'ভবিষ্যতে কোনো একদিন এ গল্প শুনব'খন,' বললাম আমি।

'কিন্তু,' বলে চলল জর্জ, 'আমার কলেজ জীবন আমার কঠিন জীবনকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। সে স্মৃতিতে রয়েছে শুধু মণি আর মুক্তা। আমি পুরনো টেট ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে গেলেই সব স্মৃতি এসে ভিড় করে হৃদয়ের মণিকোঠায়। ফিরে যাই পেছনের দিকে।'

www.banglainternet.com

'পেছনের দিকে ফিরে যাও ?' অবিশ্বাসের গলায় জানতে চাইলাম আমি।

'তবে আর কি বলছি,' বলল জর্জ। 'তবে সবচে মনে পড়ে আমার কলেজ জীবনের এক সহপাঠী, অ্যান্টিওচাস স্নেলকে।'

আমার কথা শুনে যেহেতু আপনাকে বিমোহিত হতে দেখেছি [বলল জর্জ] কাজেই ওল্ড অ্যান্টিওচাস স্নেল সম্পর্কে কিছু বলি। পুরনো দিনগুলোতে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল সে। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় হলেও, ওর কথা পরিষ্কার মনে আছে। আমরা কো-এডুকেশন কলেজে পড়তাম। একসাথে গিলে খেতাম গোল্ড ফিশ, টেলিফোন বুথে ঢুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোন করতাম আর সুযোগ পেলেই ছাত্রীদের প্যান্টি চুরি করতাম। মোটকথা, যত রকম দুষ্টামি করা যায়, কিছুই বাদ রাখতাম না।

একদিন অ্যান্টিওচাস স্নেল আমাকে ডেকে পাঠাল খুব জরুরি কথা আছে বলে। সাথে সাথে হাজির হয়ে গেলাম।

'জর্জ', বলল সে, 'ব্যাপারটা আমার ছেলেকে নিয়ে।'

'তরুণ আর্টাক্সেরেস স্নেল ?'

'হুঁ। সে পুরনো টেট ইউনিভার্সিটিতে মাত্র ভর্তি হয়েছে। তবে ওখানেও ভালো নেই।'

চোখের দৃষ্টি সরু হয়ে এল আমার। 'আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশছে ? নাকি দেনার মধ্যে ডুবে গেছে ? অথবা বুড়ি কোনো ওয়েট্রেসের প্রেমের ফাঁদে পড়েছে ?'

'খারাপ! তারচেয়েও খারাপ ব্যাপার ঘটেছে।' ভাঙা গলায় বলল অ্যান্টিওচাস স্নেল।

'সে নিজে আমাকে কিছু বলেনি— সাহস পায়নি বলেই হয়তো। ওর এক ক্লাসমেট চিঠি লিখেছে আমাকে। জানলাম আমার ছেলে ক্যালকুলাস পড়ছে।'

'ক্যাল—' কথাটা আর শেষ করতে পারলাম না আমি।

অসহায়ের মতো মাথা ঝাঁকাল অ্যান্টিওচাস স্নেল। 'আর পলিটিক্যাল সায়েন্সও। ওকে ক্লাসে উপস্থিত হতে দেখা গেছে, দেখা গেছে পড়াশোনা করতে।'

'গ্রেট হেভেনস!' আঁতকে উঠলাম আমি।

www.banglainternet.com

'আর্টারেক্সেরেস এ কাণ্ড ঘটাচ্ছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার, জর্জ। এ কথা ওর মা শুনলে সাথে সাথে হার্টফেল করে মারা যাবে। সে খুব সংবেদনশীল মহিলা, জর্জ, আর শরীরও ভালো নয়। আমি আমাদের পুরনো বন্ধুত্বের দাবিতে বলছি, তুমি টেট ইউনিভার্সিটিতে যাও। গিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করো। ছেলেটা যদি বৃত্তি পাবার জন্যে লালায়িত হয়ে থাকে, ওকে বোধে ফিরিয়ে আন। কাজটা করো—ওর মা এবং ওর জন্যে, আমার জন্যে নয়।'

চোখে জল নিয়ে ওর হাত জড়িয়ে ধরলাম আমি, 'কোনো কিছুর ভয় আমাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। এই গর্বিত কর্ম থেকে কেউ আমাকে সরিয়ে আনতে পারবে না। প্রয়োজনে শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটিও ঝরাব— তবে খাইখরচার জন্যে আমার একখানা চেকের দরকার হবে।'

'চেক ?' কেঁপে উঠল বুড়ো অ্যান্টিওচাস স্নেল, যে কি না মানিব্যাগ খুলেই চট করে তা বন্ধ করে ফেলে।

'হোটেল রুম,' বললাম আমি, 'খাওয়া, ড্রিঙ্কস, বকশিশ ইত্যাদি। এসব তোমার ছেলের জন্যে, বন্ধু, আমার জন্যে নয়।'

অবশেষে চেকটা পেলাম আমি। সাথে সাথে টেট ইউনিভার্সিটিতে চলে গেলাম তরুণ আর্টাক্সেরেসের সঙ্গে দেখা করতে। চমৎকার ব্রান্ডিসহ ভালো একটি ডিনার সেরে, দীর্ঘ একটা ঘুম দিয়ে উঠে, ধীরে সুস্থে নাস্তা সারার পরে ওর ঘরে গেলাম আমি।

ঘরে ঢুকেই চমক খেলাম। ওর ঘরের দেয়াল বোঝাই বোতল বা সুন্দর, নগ্ন মেয়েদের ছবি নয়— শুধু বই আর বই।

একটা বই ওর ডেস্কের ওপর খোলা পড়ে আছে, আমি আসার আগে ও বোধহয় বইটির পাতা ওল্টাচ্ছিল। ওর ডান হাতের তর্জনিতে ধুলো লেগে আছে লক্ষ করলাম। আমাকে দেখে হাতটা শরীরের পেছনে নিয়ে গেল।

আর্টাক্সেরেস আমাকে দেখে আরো বেশি চমকে গেল। পারিবারিক বন্ধু হিসেবে আমাকে চিনতে অবশ্যই তার কষ্ট হয়নি। গত নয় বছর ওর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নেই। তবে ন'বছরে আমার চেহারা সুরতের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। নয় বছর আগে আর্টাক্সেরেসের বয়স ছিল দশ, অতিশয় সাদামাটা একটি বালক। এখন ওর চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে বটে তবে সেই আগের মতোই নিতান্তই সাদামাটা রয়ে গেছে। টেনেটুনে পাঁচ ফুট পাঁচ হবে লম্বায়, চোখে বড়, গোল চশমা, চেহারা দেখে মনে হয় যেন গুহায় বাস করে সে।

www.banglainternet.com

'তোমার ওজন কত ?' অভদ্রের মতো জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সাতানব্বই পাউন্ড,' ফিসফিস করে জবাব দিল সে।

করুণা নিয়ে তাকালাম ওর দিকে। সাতানব্বই পাউন্ডের একটি কৃশকায় প্রাণী। বেচারা! এ রকম একটা শরীর নিয়ে কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা কি ওর পক্ষে সম্ভব ? ফুটবল ? দৌড় ? কিংবা কুস্তি? অমন দুর্বল ফুসফুস নিয়ে ও বড় জোর ক্ষীণগলায় চ্যাঁ চ্যাঁ করতে পারে। গান গাওয়াও সম্ভব নয়।

আমি নরম গলায়, প্রায় আদর করার সুরে বললাম, 'আর্টাক্সেরেস, মাই বয়, এ কথা কি সত্যি যে তুমি ক্যালকুলাস এবং পলিটিক্যাল ইকোনমি নিয়ে পড়াশোনা করছ ?'

মাথা ঝাঁকাল সে, 'অ্যানথ্রোপলজিও'।

আমি বিরক্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এ কথা কি সত্য তুমি ক্লাসে যাও ?'

'আমি দুঃখিত স্যার। তবে ক্লাস করি। এ বছরের শেষ নাগাদ ডিনের লিস্টে আমার নাম উঠবে।'

ওর এক চোখের কোণায় টলমল করছে জল, যে কাজটা ভালো করেনি তা বুঝতে পারছে।

আমি বললাম, 'মাই চাইল্ড, তুমি কি এখন, এই মুহূর্তে এসব বিশ্রী প্রাকটিস ছেড়েছুঁড়ে বিশুদ্ধ কলেজ জীবনে ফিরে যেতে পার না ?'

'পারব না,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ও। 'আমি অনেক দূরে চলে এসেছি। এখন আর কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'এ কলেজে কি এমন কোনো সুন্দর মনের মেয়ে নেই যে তোমার হাতটা ধরতে পারে ? মেয়েদের প্রেম অতীতে বহুবার মিরাকল ঘটিয়েছে, আবারও ঘটাতে পারবে।'

ওর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'ফিলোমেল ক্রিব,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

'ও আমার চাঁদ, সূর্য, তারা, যার আলোয় আলোকিত আমার আত্মার সাগর।'

'অঃ!' বললাম আমি। 'কিন্তু সে কি এ কথা জানে ?'

'আমি তাকে বলব কিভাবে ? তার অবজ্ঞার ওজন আমাকে গুঁড়িয়ে দেবে।'

'তুমি এই অবজ্ঞা মুছে দেয়ার জন্যে, ক্যালকুলাস ছাড়তে পারবে না ?' ঝুলে পড়ল ওর মাথা। 'আমি দুর্বল—দুর্বল।'

www.banglainternet.com

আমি চলে এলাম ওর কাছ থেকে। ফিলোমেল ক্রিবের সঙ্গে দেখা করব। ফিলোমেলের খোঁজ পেতে দেরি হল না। স্টুডিওতে পেয়ে গেলাম ওকে। নাটকের রিহার্সালে ব্যস্ত। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে দেখা মিলল ওর।

ফিলোমেল ক্রিব স্বর্ণকেশী, উচ্চতা মাঝারি, স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে গা থেকে, দুর্দান্ত একখানা ফিগার। দেখে আমার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রায় শিস বেরিয়ে আসছিল।

রিহার্সাল করে ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত ফিলোমেল ঢুকল শাওয়ারের নিচে। গোসল সেরে, রঙ ঝলমলে কলেজের ড্রেস পরে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। ওকে তখন মাঠের শিশিরের মতো ঝলমলে আর উজ্জ্বল লাগছে। আমি কোনো রকম ভনিতা না করে সরাসরি ওর সামনে গিয়ে বললাম, 'তরুণ আর্টাক্সেরেস তোমাকে তার জীবনের জ্যোতির্ময় জাদু বলে মনে করে।' মনে হল ওর চোখে সহানুভূতি ফুটল। 'বেচারা আর্টাক্সেরেস। ওর অনেক সাহায্যের প্রয়োজন।'

'ভালো কোনো মেয়ের কাছ থেকে সে এ সাহায্য পেতে পারে,' বললাম আমি।

'জানি আমি,' বলল মেয়েটি। 'সবাই আমাকে ভালো মেয়ে বলেই জানে।' বলতে গিয়ে লালচে হয়ে উঠল চেহারা। 'কিন্তু আমার কী করার আছে? আমি বায়োলজির বিরুদ্ধে যেতে পারব না। বুলহুইপ কস্টিগান আর্টাক্সেরেসকে হয়রানি করেই চলেছে। জনসমক্ষে সে ওকে মুখ ভেংচায়, ধাক্কা মারে, টান মেরে মাটিতে ফেলে দেয় বইপত্র। সবই ঋতু পরিবর্তনের ফল। আপনি জানেন বসন্তের সময় বাতাসে কী রকম উচ্ছ্বাস ভেসে বেড়ায়।'

'হু, জানি বৈকি,' আবেগময় গলায় বললাম আমি, মন চলে গেল বহু দূর অতীতে, যখন আমিও বসন্ত এলে খামোকা মারামারি করতাম। 'বসন্তের লড়াই!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফিলোমেল। 'ভাবতাম আর্টাক্সেরেস বুলহুইপের বিরুদ্ধে যেভাবে হোক দাঁড়িয়ে যাবে— পা রাখার ছোট টুলটা দিয়ে হয়তো বসিয়ে দিল দু'এক ঘা, যদিও ছয়ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা বুলহুইপের আকৃতির কথা মনে রেখেই কাজটা তাকে করতে হবে, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক শোধ নিতে ব্যর্থ হয়েছে আর্টাক্সেরেস। শুধু পড়া আর পড়া—' শিউরে উঠল সে— 'এতে মানসিক শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে।'

www.banglainternet.com

'তা তো ঠিকই। কিন্তু তুমি যদি ওকে এই পাঁক থেকে উদ্ধার করতে পারতে—'

'ওহ্, স্যার, সত্যি সে একটা পাঁকের মধ্যে পড়ে আছে। তার মতো নরম আর ভাবুক তরুণকে সাহায্য করা সম্ভব হলে অবশ্যই করতাম, কিন্তু আমার জেনেটিক ইকুইপমেন্টগুলো আকর্ষিত হয় বুলহুইপের দিকে। বুলহুইপ সুর্দশন, পেশিবহুল এবং কর্তৃত্বপরায়ণ। আর এসব গুণ স্বাভাবিকভাবেই আমার হৃদয়কে প্রভাবিত করে তোলে।'

'আর যদি আর্টক্সেরেস বুলহুইপকে হয়রানি করতে পারে?'

'তখন তার প্রতি আমার হৃদয় আকর্ষিত হবে।' সোজাসাপ্টা জবাব ফিলোমেলের।

আমি বুঝে ফেললাম আর্টাক্সেরেস যদি ওর চেয়ে একশো দশ পাউন্ড বেশি ওজনের এবং তের ইঞ্চি বেশি উচ্চতার বুলহুইপ কস্টিগানকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে তাহলে ফিলোমেল তার হবে।

আর এটা একমাত্র অ্যাজাজেলের পক্ষেই করা সম্ভব।

আপনাকে অ্যাজাজেল সম্পর্কে বলেছি কি না মনে নেই। দুই সেন্টিমিটার লম্বা ভিন্ন জগতের এক দানব যাকে গুপ্ত মন্ত্র পড়ে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারি।

অ্যাজাজেলের যে ক্ষমতা তা আমাদের কল্পনার বাইরে। তবে সে ভারি স্বার্থপর স্বভাবের, আমার দরকারের চেয়ে নিজের প্রয়োজনটাকে বেশি করে দেখে।

এবার যখন তার আবির্ভাব ঘটল, দেখলাম এক পাশ ফিরে শুয়ে আছে, ছোট চোখ জোড়া বন্ধ, লেজটা আস্তে আস্তে মুখের সামনে নাড়ছে।

'সর্বশক্তিমান,' বললাম আমি, এ সম্বোধন শুনতে সে খুব পছন্দ করে।

চোখ মেলে চাইল সে, কান ফাটানো শব্দে তীব্র জোরে শিস দিল। খুবই বিশ্রী একটা আওয়াজ।

'আসটারোথ কোথায়?' হাঁফ ছাড়ল সে। 'কোথায় আমার মূল্যবান আসটারোথ যে একটু আগেও আমার বাহুডোরে বন্দি ছিল।'

তারপর আমার দিকে নজর পড়ল তার, ছোট ছোট দাঁত ঘষল সে। 'অ, তুমি? তুমি কি জান যে মুহূর্তে আসটারোথ আমার সঙ্গে ছিল ঠিক তখন তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ— কিন্তু তাকে ওখানে বা এখানে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

www.banglainternet.com

'আমার কাজটা করে দিয়ে আধা মিনিটের মধ্যে তোমার জগতে ফিরে যেতে পারবে। আসটারোথ এটুকু সময়ে তোমার অনুপস্থিতিতে হয়তো বিরক্ত হবে তবে রেগে উঠবে না। তোমার পুনরাগমন তাকে আনন্দিত করে তুলবে এবং যা করছিলে তা এক সেকেন্ডের মধ্যে করে ফেলতে পারবে।'

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল অ্যাজাজেল তারপর বলল, 'ঠিক আছে। শুনি এবার তোমার কিসের সাহায্য প্রয়োজন?'

আর্টাক্সেরেসের দুঃখের কথা বললাম অ্যাজাজেলকে। শুনে ও মন্তব্য করল, 'আমি তার পেশির আউটপুট শক্তি বাড়িয়ে দিতে পারি।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'এটা শুধু পেশির ব্যাপার নয়। দক্ষতা এবং সাহসেরও ব্যাপার। এ দু'টিই ওর সবচেয়ে বেশি দরকার।'

অবজ্ঞার সুরে বলল অ্যাজাজেল, 'তুমি চাইছ আমি আমার লেজের ঘাম ঝরিয়ে ওর আধ্যাত্মিক গুণাবলি বাড়িয়ে দিই?'

'এ ব্যাপারে তোমার কোনো পরামর্শ আছে?'

'অবশ্যই আছে। আমি কি তোমার চেয়ে বহুগুণ বেশি শ্রেষ্ঠ নই? তোমার দুর্বল বন্ধু তার প্রতিপক্ষকে সরাসরি আক্রমণ যদি নাই করতে পারে, কৌশলে অ্যাকশন পরিহার করলেই পারে?'

'তুমি বলছ লেজ গুটিয়ে পালাতে?' মাথা নাড়লাম আমি। 'কাজটা ভালো দেখাবে মনে হয় না।'

'আমি পালিয়ে যাবার কথা বলিনি, বলেছি কৌশলে অ্যাকশন এড়াতে। আমার শুধু তার সংক্ষিপ্ত রিয়্যাকশন টাইমটা জানা দরকার। তার শক্তি যাতে খরচ না হয় সেজন্যে আমি অ্যাড্রেনাল ডিসচার্জের ব্যবস্থা করব। এটা কাজ করবে তখন যখন সে ভয় পাবে, রেগে যাবে কিংবা শক্তিশালী আবেগে আক্রান্ত হবে। ওর সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। তারপর যা করার করছি।'

'অবশ্যই,' বললাম আমি।

পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি চলে গেলাম আর্টাক্সেরেসের ডরমিটরি রুমে, অ্যাজাজেল আমার শার্টের পকেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ওকে। ছেলেটার অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম এভাবে খুব কাছ থেকে নিপুণভাবে পরিচালনা করার সুযোগ পেল সে। তারপর ফিরে গেল তার আসটারোথের কাছে।

www.banglainternet.com

এরপর আমি চক দিয়ে বড় বড় অক্ষরে কলেজ ছাত্রদের মতো একটি চিঠি লিখলাম। ওটা ঢুকিয়ে দিলাম বুলহুইপের দরজার ফাঁক দিয়ে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বুলহুইপ ছাত্রদের বুলেটিন বোর্ডে নোটিশ টাঙাল। আর্টাক্সেরেসকে সে গাজলিং গোরমেটের ট্যাপরুমে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। এ আদেশ অমান্য করার সাহস আর্টাক্সেরেসের নেই।

ফিলোমেল আর আমিও গেলাম। লক্ষ্য করলাম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে ইয়া মোটা দুটো বই নিয়ে এল আর্টাক্সেরেস। একটা হ্যান্ডবুক অব কেমিস্ট্রি, অপরটা ফিজিক্স। এমন চরম সংকটকালেও সে পড়ার নেশা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

বুলহুইপ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ইচ্ছাকৃত ছেঁড়া টি-শার্টের ফাঁক দিয়ে দড়ির মতো পাকানো পেশি বের করে। চেহারায় ভয়ঙ্কর রাগের আভাস। বলল, 'স্নেল, শুনলাম তুমি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছ। তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলার আগে একটা সুযোগ দিচ্ছি এ কথা অস্বীকার করার জন্যে। তুমি কাউকে কি বলেছ যে তুমি আমাকে বই পড়তে দেখেছ?'

আর্টাক্সেরেস জবাব দিল, 'আমি একবার তোমাকে কমিক বইয়ের দিকে তাকাতে দেখেছি। তবে বইটা তুমি উল্টো করে ধরে রেখেছিলে। কাজেই তুমি বই পড়ছ বলে মনে হয়নি আমার। সুতরাং কাউকে বলার প্রশ্নই নেই যে তুমি বই পড়ছিলে।'

'তুমি কি কখনো এ কথা বলেছ যে আমি মেয়েদেরকে ভয় পাই এবং বড় বড় কথা বলি অথচ সেসব করার ক্ষমতা আমার নেই?'

আর্টাক্সেরেস বলল, 'একবার কয়েকটি মেয়েকে এ কথা বলতে শুনেছি, বুলহুইপ। তবে এ কথা কাউকে বলিনি।'

থমকে গেল বুলহুইপ। তবে আসল ঘটনা ঘটতে এখনো বাকি।

'ঠিক আছে, স্নেল, তুমি কি কখনো বলেছ যে আমি একটা বদমাশের ধাড়ি?'

আর্টাক্সেরেস বলল, 'না, স্যার। আমি শুধু বলেছি তুমি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ।'

'তাহলে সমস্ত অভিযোগ তুমি অস্বীকার করছ?'

'জোরের সাথে।'

www.banglainternet.com

'স্বীকার করছ সব অসত্য।'

'উচ্চস্বরে।'

'এবং তুমি একটা নোংরা মিথ্যাবাদী?'

'তা কেন হতে যাব?'

'বটে!' দাঁতে দাঁত ঘষল বুলহুইপ। 'তোমাকে আমি খুন করব না তবে তোমার দু'একটা হাড্ডি ভেঙে দেব।'

'বসন্তের লড়াই,' বলে উঠল ছাত্ররা, হাসতে হাসতে একটা বৃত্ত করে ফেলল দুই লড়াকুর জন্যে।

'এটা একটা ফেয়ার ফাইট হবে,' ঘোষণা করল বুলহুইপ। 'কেউ আমাকে সাহায্য করতে আসবে না বা কেউ ওকে সাহায্য করতে যাবে না। এ লড়াই শুধু দু'জনের। নাও, স্নেল। তোমার চশমা খুলে ফেল।'

'না,' সাহসী গলায় বলল আর্টাক্সেরেস। কিন্তু এক ছাত্র ওর চোখ থেকে চশমা খুলে নিল।

'অ্যাই,' বলল আর্টাক্সেরেস। 'তুমি বুলহুইপকে সাহায্য করছ।'

'না। করছি না। বরং তোমাকে সাহায্য করছি।' জবাব দিল কলেজ ছাত্রটি, হাতে ধরে আছে আর্টাক্সেরেসের চশমা।

'কিন্তু বুলহুইপকে তো আমি এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না,' বলল আর্টাক্সেরেস।

'ভেব না,' বলল বুলহুইপ, 'আমাকে দেখতে না পেলেও ঠিকই টের পাবে।' সময় নষ্ট না করে সে হাতুড়ির মতো ঘুসি তুলল আর্টাক্সেরেসের থুতনি লক্ষ করে।

বাতাসে শিস তুলল ঘুসি, আধপাক ঘুরে গেল বুলহুইপ কারণ চট করে পিছিয়ে গেছে আর্টাক্সেরেস, সিকি ইঞ্চির জন্যে মারটা লাগেনি থুতনিতে।

বিমূঢ় দেখাল বুলহুইপকে। হতভম্ব আর্টাক্সেরেসও।

'ঠিক আছে,' বলল বুলহুইপ। 'এবার এটা নাও।' দু'হাত দিয়ে ঘুসি ছুঁড়ে ছুঁড়তে সামনে বাড়ল সে।

আর্টাক্সেরেসের শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যেতে লাগল। নাচের ভঙ্গিতে ডানে-বামে সরে প্রতিটি ঘুসি লক্ষচ্যুত করে দিল। সাঁ সাঁ করে ঘুসিগুলো বেরিয়ে যেতে লাগল শরীরের পাশ দিয়ে। ঘুসির বাতাস লেগে আর্টাক্সেরেসের সর্দি হয়ে যায় কি না ভেবে দুশ্চিন্তা হল আমার।

একটার পর একটা ব্যর্থ ঘুসি চালিয়ে দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বুলহুইপ। হাঁপরের মতো ওঠানামা করছে প্রশস্ত বুক। 'করছ কী তুমি?' নালিসের সুরে বলল সে।

www.banglainternet.com

আর্টাক্সেরেস ইতোমধ্যে যেভাবে হোক বুঝে গেছে তাকে আহত করা অসাধ্য ব্যাপার। সে হেঁটে এগিয়ে গেল প্রতিপক্ষের দিকে, একটা খালি হাত তুলল বুলহুইপকে লক্ষ করে, চটাশ করে চড় বসিয়ে দিল গালে।' এই নে, বদমাশের ধাড়ি।'

হাহাকার করে উঠল দর্শক, আর উন্মাদ হয়ে গেল বুলহুইপ। সবাই দেখল প্রাণপণ শক্তিতে সে একের পর এক ঘুসি ছুঁড়ছে বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়ানো নৃত্যরত একটা টার্গেটের দিকে। কিন্তু লাগাতে পারছে না একটাও।

কিছুক্ষণ পরে দম ফুরিয়ে গেল বুলহুইপের, ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, ক্লান্তির চরমে পৌঁছে ভীষণ অসহায় বোধ করছে। তার সামনে স্থির দাঁড়িয়ে আর্টাক্সেরেস, শান্ত, অক্ষত। এমনকি এখনো হাতে ধরে আছে বই।

এবার গায়ের শক্তিতে বইটা দিয়ে বাড়ি মারল সে বুলহুইপের সোলার প্লেক্সাসে, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ও পড়ে যাচ্ছে, বইটা সজোরে নামিয়ে আনল আর্টাক্সেরেস বুলহুইপের খুলির ওপর। বাড়ির চোটে ছুটে গেল বইয়ের বাঁধাই, একই সাথে জ্ঞান হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল বুলহুইপ।

চোখ পিটপিট করে তাকাল আর্টাক্সেরেস, 'কোন্ ফাজিল আমার চশমা নিয়েছে ? ফেরত দাও এক্ষুনি।'

'জি, স্যার, মি. স্নেল,' যে ছাত্রটি চশমা খুলে নিয়েছিল আর্টাক্সেরেসের চোখ থেকে, ভয়ে ভয়ে এগিয়ে দিল গ্লাস জোড়া। 'এই নিন, স্যার। চশমাটা আমি পরিষ্কার করে দিয়েছি, স্যার।'

'গুড। এখন ভাগো। বদমাশের দল। ভাগো বলছি!'

দুদ্দাড় করে ছুটল সবাই যে যেদিকে পারে। শুধু আমি আর ফিলোমেল দাঁড়িয়ে রইলাম।

আর্টক্সেরেস তাকাল মেয়েটির দিকে গর্বের ভঙ্গিতে ভুরু কপালে তুলল সে, কড়ে আঙুল দিয়ে ডাকল ওকে। একান্ত অনুগতের মতো তার দিকে এগিয়ে গেল ফিলোমেল। ঘুরে দাঁড়াল আর্টাক্সেরেস, হাঁটা দিল। ওর পেছন পেছন বাধ্য মেয়ের মতো এগোল ফিলোমেল।

বেশ সুখময় একটা সমাপ্তি। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর আর্টাক্সেরেসের আর বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকার প্রয়োজন পড়ল না। সে বক্সিং রিং-এ সারাদিন পড়ে রইল কলেজ চ্যাম্পিয়ন হবার জন্যে। কলেজের প্রতিটি মেয়ে তার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে গেলেও সে শেষে ফিলোমেলকেই বিয়ে করল।

www.banglainternet.com

বক্সিং-এ কলেজ চ্যাম্পিয়ন হবার সুবাদে আর্টাক্সেরেসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। জুনিয়র বিজনেস এক্সিকিউটিভ হিসেবে তার চাকরি হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক খাটিয়ে সে বুঝতে পারছিল কোন খাতে টাকা প্রবাহিত হচ্ছে। তাই সে পেন্টাগনের জন্যে টয়লেট-সিট কনসেশনের ব্যবসা শুরু করে দেয়। সে হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে ওয়াশার কিনে সরকারি এজেন্সিগুলোর কাছে বিক্রি করে দিত।

কলেজে পড়ে অবশ্য লাভই হয়েছিল আর্টাক্সেরেসের। ক্যালকুলাস বা উচ্চতর গণিত নিয়ে পড়ার কারণে সে লাভ-ক্ষতির হিসেব বেশ ভালোভাবেই করতে পারছিল, পলিটিক্যাল ইকোনমি তাকে IRS-এ কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে আর অ্যানথ্রোপলজি তাকে সহায়তা করে সরকারের নির্বাহী শাখার সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে। আর ফিলোমেল সামলাত ঘর-সংসার। সব মিলে বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছিল তাদের। এই হল আমার গল্প। এখন কি অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে পাঁচটা ডলার ধার দেবেন ?

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com